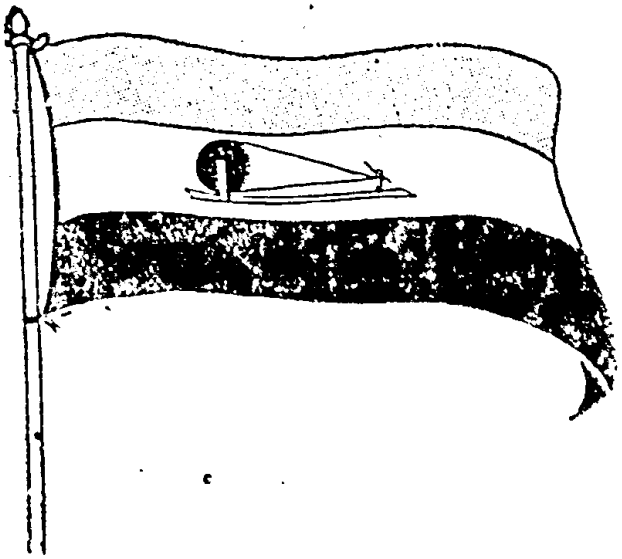

জয়-যাত্রা

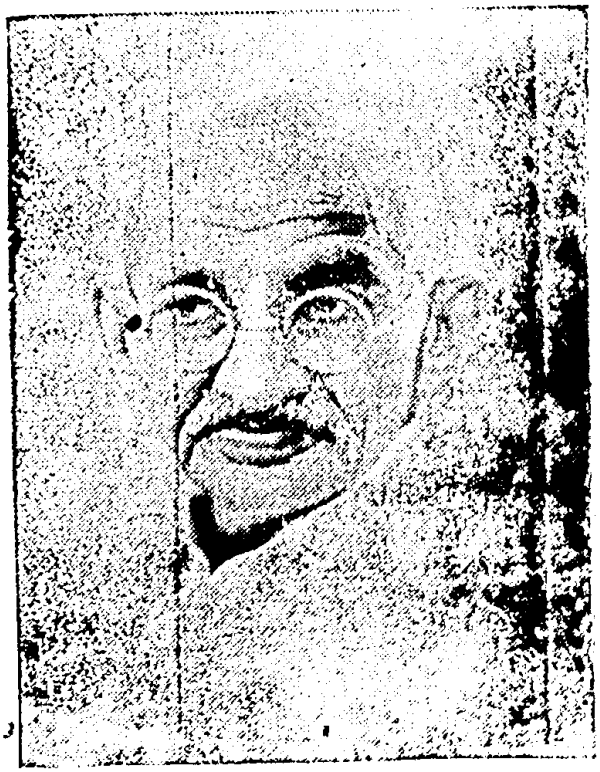

শ্রীনগেন্দ্রনাথ দাস প্রণীত

মূল্য এক আনা।

১

৩ [illegible]

[illegible]

কীর্তি [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

১০। [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

না

হইল—

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

১৮

গ

প

স্ব

বি

জয়-যাত্রা

গগনে গগনে ডঙ্কা বেজেছে শঙ্কা নাহিরে আর,
পাবে পরিত্রাণ পাবে পরিত্রাণ বার্ত্তা এসেছে তার।
স্বর্গ তোরণে বাজিছে দুন্দুভি আসিয়াছে ত্রাণকর্ত্তা,
বিপদে যাহারা পড়েছে মানুষ হ'বে তার নিরাপত্তা।

মোহন বাঁশরী বাজিছে আবার প্রাণে সাড়া-সবাকার।
কে ওই কাঁদিছে অভাগিনী নারী! বুকফাটা শোকে মগ্ন,
স্বামী পুত্রহারা ধর্ষিতা ললনা হৃদয় হয়েছে ভগ্ন।
সাধের সংসার শ্মশান হয়েছে মত্ত পিশাচের করে,
কি কথা জানায় কাহার চরণে আঁখি-জল সদা ঝরে।
কে ওই কুমারী দীর্ঘশ্বাস ছাড়ি শূন্যপানে চেয়ে থাকে,
ফুটন্ত গোলাপ যেন ছিঁড়ে ডলে ছুড়ে ফেলে দেখে তাকে।
সাধের স্বপন সুধার জীবন বসুধা নিয়েছে হ'রে,
ওই ফোটাফুল দলিত মথিত কে আর লইবে করে!
মধুভরা বুকে নাচিত আনন্দে দেবতারে দেবে ভোগ,
সে মধুতে মিশে কলুষের বিষ এনেছে ভীষণ রোগ।
মরণ-কাঠির পরশ লেগেছে তাই কি উদাস দৃষ্টি!
জীয়ন-কাঠির স্পর্শ দিয়ে কেবা করিবে সোহাগ বৃষ্টি!
ওই কারা কাঁদে গৃহহারা হ'য়ে সর্ব্বহারা ধর্ম্মহারা!
অন্তরের জ্বালা গুমরিছে শুধু নয়নেতে অশ্রুধারা।

নির্ব্বাক বিস্ময়ে জগতের পানে ফ্যাল্ ফ্যাল্ থাকে চেয়ে,
যেন বিহ্বল অকস্মাৎ ঝড়ে অন্তর বিয়াদে ছেয়ে।
সাজান বাগান শুকায়ে গিয়েছে জগত বদলে গেছে,
গেছে সুখ শান্তি পবিত্র জীবন শুধু প্রাণে বেঁচে আছে।
নর-বর্ব্বরতা সভ্যতা সম্মান করিয়াছে সব চূর্ণ,
লাঞ্ছিত জীবনে ধিক্কার দিতেছে হতাশায় পরিপূর্ণ।
দিগ্বিদিকে ধায় পথে পথে হায়! কোথায় বাঁচাবে প্রাণ,
আশ্রয়কেন্দ্রে ভিখারীর মত নিতেছে দয়ার দান।
একি হানাহানি! নাই মানামানি অবলা দুর্ব্বলাজাতি,
এ'ক ষড়যন্ত্র! নিধন-যজ্ঞের অনুষ্ঠানে মাতামাতি!
দেশ দেশান্তরে প্রতিক্রিয়া চলে রাজ্যময় বিভীষিকা,
জ্বলিয়া উঠিল হিংসা দাবানল গগনস্পর্শী শিখা।
নরঘাতকের উলঙ্গ তাণ্ডব বিদ্বেষের বিষোদ্গার,
দ্বন্দ্ব ইন্ধনে সমর-পিপাসা মিটিতেছে সবাকার।
সমরের সাধ করিয়াছে যারা অন্যায়ের পথ ধরি,
ভাবিয়াছে জয় হইবে নিশ্চয় ছুরিকা সম্বল করি—
দুরাশার ধন পায় নাই তারা স্বর্গের সুখ শান্তি,
ন্যায়ের বিধানে হ'বে পরাজয় বুঝিবে তাদের ভ্রান্তি।
অন্যায়ের পথে জার্ম্মানী জাপানী যেমন হয়নি জয়ী,
তাদেরো আকাঙ্ক্ষা মিছে হ'বে সব বৃথা যুদ্ধ রক্তক্ষয়ী।

পরস্পরে যবে হিসাব হইবে ক্ষয়-ক্ষতি আঁক ক'ষে,
তাক লেগে যাবে ফলাফল দেখে অধর্ম্মের ভুই চ'ষে।
রর্ম্মেধ নামে অধর্ম্মের লীলা ক্ষণকাল তার জয়,
প্রেম-ধর্ম্ম ছাড়ি বুকে হিংসা পূরি শক্তি করে অপচয়।
ধর্ম্ম এ জগতে শাশ্বত সত্য জয় তার চিরদিন,
অধর্ম্মের যারা উপাসনা করে তারা রবে চিরহীন।
আঁধার বিনাশি সূর্য্যের আলোক যেমতি হাসিয়া ওঠে,
অধর্ম্ম লুকায় মুহূর্ত্তে কোথায় সত্যরূপ যদি ফোটে।
ত্য স্বর্থি নিয়ে দাবী কর ভাই হানাহানি দাও ছেড়ে,
জ্ঞানের আলোকে শান্তিবৃক্ষের মধুফল খাবে পেড়ে।
ত্রাণকর্ত্তা রূপে আসিয়াছে তাই নগ্ন ফকির বেশে,
পুণ্যের আলোকে ধন্য করিতে জন্মেছেন এই দেশে।
ওই দেখ চেয়ে চিরসত্যরূপ পল্লীতে পল্লীতে ঘোরে,
লাটা ফোটে পায় তবু হেঁটে যায় গৃহস্থের দোরে দোরে।
মানব-মনের যত অন্ধকার যত হিংসা যত পাপ,
র করিবারে অগ্নিকুণ্ড মাঝে দিয়াছেন তিনি ঝাঁপ।
হ পুড়ে যা'ক কিম্বা পড়ে থাক্ অস্থিপঞ্জর তাঁর,
বু তিনি চান্ বিবাদ মিটাতে অহিংসা করিয়া সার!
খানে মানুষ নির্য্যাতন ভয়ে পশিতে চাহে না কেহ,
ইখানে তাঁর একাকী ভ্রমণ ল'য়ে তাঁর ক্ষীণ দেহ।

কোরাণ, পুরাণ, বাইবেল হাতে সান্ত্বনার বাণী মুখে,
শত্রু মিত্র সব একাকার হ'য়ে স্থান পায় তাঁর বুকে !
গান্ধীরূপে তিনি শ্রীচৈতন্য যেন বুকভরা প্রেম নিয়ে,
দুই বাহু তুলে কোল দিতে চান্ হৃদয় বিলায়ে দিয়ে।
আতঙ্কেতে যারা বাসভূমি ছাড়ি পথে পথে গিয়ে ভাসে,
ডাক দিতেছেন আয় ছুটে আয় আয়রে আমার পাশে।
যে যেখানে ছিলি আয় ফিরি আয় ভয় নাই ভয় নাই,
এত যে সাধের জন্মভূমি তাকে ছাড়িতে আছে কি ভাই।
জীবন যেখানে মরণ সেখানে, কি ভয় পেয়েছ তবে।
নির্ভয়ে তোমরা হও আগুয়ান বসতি করিতে সবে।
ঝড়ে উড়ে যায় বাসা-ভাঙ্গা পাখী পুনরায় বাঁধে নীড়,
কত গান গায়, কত ডিম পাড়ে, পাখী সব করে ভিড়।
তোমরা তেমনি সাজাও সংসার নূতন উদ্যমে ফিরে,
নিজ বাসভুমি গরবেতে চুমি তৃপ্ত কর জননীরে।
বুক যদি থাকে বুকে বল কর মাথা থাকে কর উঁচু,
জীবন ভরিয়া উঠিবে আনন্দে শঙ্কা রবেনা কিছু।
ভয় নাই তাই দিতেছে অভয় ত্যাগী নেতা মহাবীর,
তোমাদের কথা ভাবিতে ভাবিতে ঝরিছে নয়ন-নীর।
আফ্রিকায় সুরু অহিংসা সত্যের আশ্রয় সম্বল যার,
বৃদ্ধ বয়সে আজিও জগতে সাধনা চলেছে তার।

কি মহাশক্তি বুকে পোরা ছিল এখনো যুবার বল,
অহিংসা সত্যের পরীক্ষা করিতে চিত্ত তাঁর অবিচল।
ভাই ভাই যারা পাশাপাশি রবে এক ভূই এক ঠাঁই,
পরস্পরের সহযোগিতায় সব কাজ চলে ভাই!
রাজপাট হ'তে মজুর শ্রেণীতে সকলের অধিকার,
দেশের সম্পদ বাঁটোয়ারা হ'বে রোগে ভোগে সবাকার।
তবু যারা হানে হিংসার কুঠার, মারিছে নিজের পায়,
বন্দ করি শুধু রসাতলে দেশ ডুবাইতে তারা চায়।
স্বাধীনতা দ্বারে পৌঁছিয়াছে দেশ বিদেশী শক্তিকে ঠেলি,
ভারতবাসীরা সকল জাতিরা দেখ আজি নেত্র মেলি।
সকল জাতির মিলন ঘটিয়ে দেশকে স্বাধীন কর,
সুযোগ এসেছে ভারতের শক্তি বাড়াও অধিকতর।
শাসন-তন্ত্রে সম অধিকার সকল জাতির রবে,
এক গণতন্ত্র গঠন করিতে বাধা পড়ে কেন তবে?
বাংলা বিহারে গুণ্ডার কাণ্ডে বিদেশে কলঙ্ক রটে,
এমন ঘটনা ভারতবর্ষে আর যেন নাহি ঘটে।
যে পাপ করেছ প্রায়শ্চিত্ত তার সবার করিতে হবে,
অনুতাপানলে যদি প্রাণ গলে মুক্তি মিলিবে তবে।
অহিংসার পথে প্রীতির বন্ধনে হও সবে আগুয়ান,
ভারত যাদের দিল্লী তাদের কণ্ঠে উঠুক তান।
অহিংসার পথে জয়-যাত্রা আজ কংগ্রেসের শক্তি বাড়ে,
ভারতের আশা সাম্রাজ্যের নেশা বিদেশবাসীরা ছাড়ে।
সেই পথে সবে চল উচ্চরবে গাহিয়া বজ্র-গান,
স্বাধীনতার বিজয় আনন্দে ভরিবে তখন প্রাণ।

মহাজাতি সাহিত্য মন্দিরের

—অন্যান্য পুস্তকাবলী—

১। ভাতের হাঁড়ি—যমের বাড়ী ২। যমরাজার বাঙ্‌... আগমন ৩। বাঙালী জব্দ ভাতে ৪। শ্যামের বাঁশী বা সাইরে... ৫। কন্‌ট্রোলের ডামাডোল ৬। মহাযুদ্ধের সাক্ষীগোপ... ৭। হিটলারের নরমেধ-যজ্ঞ ৮। কাপড়ে আগুন ৯। ভার... মাতার বস্ত্রহরণ ১০। নেতাজীর অমর কীর্ত্তি ১১। আ... হিন্দ ফৌজ ১২। নেতাজীর জন্মোৎসব ১৩। ধর্ম্মঘটে চাঁ... হাট ১৪। বিশ্বশান্তির ডুগ্‌ডুগি ১৫। জয় হিন্দ ১৬। আ... হিন্দ নেক্‌ড়ে বাঘ ১৭। পেট শাসন—ভূঁড়ি অপায়ে... ১৮। নেতাজীর পলায়ন কাহিনী ১নং ১৯। নেতাজীর পল... কাহিনী ২নং ২০। গৃহযুদ্ধ ২১। বিষাদ-সিন্ধু ২২। বউ... কণ্ড ২৩। ঐ রে ঐ রাক্ষসী আসে ২৪। ভারত ছাড়ো... নয়া হিন্দুর অভিযান। ২৬। এ্যাটম বোমার শতনাম... জয় যাত্রা ২৮। বুড়োর কাণ্ড, ২৯। চাবুক। ... হাস্য-রহস্য, ৩১। স্বাধীন ভারতের গোড়াপত্তন ৩২। অ... আলো। উক্ত ৩২খানি /০ ও ৵০ আনা মূল্যের ... একত্রে ডাকমাশুলসহ ভিঃ পিঃতে ২৷৵০ আনা পড়িবে।

বাঙ্গালী মেয়ের আকাশ যুদ্ধ—(ভয়ঙ্কর রোমাঞ্চকর ... খানি বাহির হইয়াছে) মূল্য দেড় টাকা ভিঃ পিঃতে মা... সাত সিকা।

মহাজাতি সাহিত্য মন্দি...

১৬৮/১ সি, রমেশ দত্ত ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রিন্টার—শ্রীনগেন্দ্রনাথ দাস কর্ত্তৃক "সরস্বতী প্রিন্টিং ও...
১৬৮।১সি, রমেশ দত্ত ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও প্রক...